ইউনিট ৮

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
Risk Management

ভূমিকা

ঝুঁকি বলতে আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের সর্বত্রই ঝুঁকি জড়িত। ঝুঁকি আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি না, কিন্তু ঝুঁকিজনিত ক্ষতিকে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টণ করে দিতে পারি। বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীমা ব্যবসায়ের মূলপুজিই হলো ঝুঁকি। কোন ঝুঁকি না থাকলে বীমা ব্যবসায়ের উদ্ভব নাও হতে পারত। আমাদের ঝুঁকিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। শুধু ঝুঁকি ব্যবস্থার উপর বীমা ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ঝুঁকি চিহ্নিত করণ; ঝুঁকির ফলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও ঝুঁকিকে মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণ করা। এ অধ্যায়ে ঝুঁকির সংজ্ঞা, কার্যাবলী, শ্রেনী বিভাগ, ঝুঁকির উৎস, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান, বীমাযোগ্য ঝুঁকির উপাদানসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হব।

পাঠ- ১ ঝুঁকির সংজ্ঞা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী,ও ঝুঁকির প্রকৃতি
Definitions of Risk, Function of Risk Management, Nature of Risk

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ঝুঁকির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- ঝুঁকির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষবস্তু

ঝুঁকির সংজ্ঞা (Defination of Risশ)

ঝুঁকি বলতে অমারা সাধারণত: ভবিষৎ অনিশ্চয়তাকে বুঝি। ঝুঁকিকে অমারা সাধারণত: নেতিবাচক বলে মনে করে থাকি। মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপদাপদ, অনিশ্চয়তা, বিপর্যয় রয়েছে। আর এ অনিশ্চয়তা নিরসনের জন্যই বীমা কার্যক্রমের জন্ম। তাই বলা যায় ঝুঁকির করণেই বীমার উদ্ভব। বীমার মূল উৎসহলো ঝুঁকি ও ঝুঁকির অনিশ্চয়তা।
নিম্নে কয়েকজন বীমা বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞা দেয়া হলো:
গ.জ. এৎববহ এর মতে "ঝুঁকি হলো -কোন অর্থিক ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা।"
ঋ.কহরঃ এর মতে,"ঝুঁকি হচ্ছে পরিমাপ ও নির্ধরণ যোগ্য অনিশ্চয়তা।"
এম, এন, মিশ্র একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তার মতে," কোন অর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ড় অনিশ্চয়তাই হচ্ছে ঝুঁকি।"
তাই বলা যায় ঝুঁকি হচ্ছে একটি অপ্রাত্যাশিত অনিশ্চয়তা যা মানুষের আর্থিক ক্ষতি বয়ে আনে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management)

ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনা দুটি শব্দ নিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গঠিত। প্রথমে ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। এ দুটি ব্যাপক বিষয়। তাই এখানে সংক্ষেপে দুটি বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হবে।
ঝুঁকি বলতে অল্প কথায় আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বুঝায়। আর ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন কাজ বা কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য বা কোন উদ্যোগকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। অতএব, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিকে চিহ্নিত করণ, ঝুঁকির ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কেই ঝুঁকি ব্যবস্থা বলা হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রধানত: তিনটি ধাপ বা পদক্ষেপ রায়েছে:

১. যে সকল উৎসথেকে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তা চিহ্নিত করা;
২. ঝুঁকি সংঘটিত হলে যে ক্ষতি হয় তার পরিমাণ নির্ধারণ অথবা ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর প্রভাব নিরুপণ করা; এবং
৩. ঝুঁকি মোকাবেলা করার কার্যকর ও দক্ষ পদক্ষেপ নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে কেউ কেউ বীমা ব্যবস্থাপনা বলে মনে করে। অসলে ধারনাটি ভুল। কারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থা ও বীমা ব্যবস্থা এক নয়। বীমা ব্যবস্থাপনা বলতে বীমা প্রশাসনকে বুঝায়। আর ঝুঁাকি ব্যবস্থা বলতে ঝুঁকি মোকাবেলা করার কর্মপন্থাকে বুঝায়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (Functions of Risk Management)

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূলত তিনটি কার্য সম্পাদন করতে হয়। যথা: ১। ঝুঁকির উৎসগুলো চিহ্নিত করণ; ২। ঝুঁকির ফলে সংঘটিত ফলাফল নিরুপণ করা; ৩। ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণ করা।

১. সম্ভাব্য ঝুঁকির উৎসগুলো চিহ্নিত করণ: কি কি কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, যার ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যায় তা নির্ধারণ করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ। তাই, বীমা কোম্পানীগুলো বীমার দায় গ্রহণ করার জন্য ঝুঁকির উৎসগুলো চিহ্নিত করে। তার জন্য সার্ভে করে থাকেন। কিন্তু, এ পদ্ধতিটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় খুব বেশী উপকারে আসে না।

বর্তমানে হিসাব রক্ষণ বিবরণীগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি থেকে উৎস নির্ধারণ করে আসছে। যদি আর্থিক বিবরণীগুলো সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তবে ঝুঁকির উৎসগুলো বের করা অনেকাংশেই সম্ভব। তাই একজন বিনিয়োগকারী কোন ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগ করবে কি না, করলে ঝুঁকির পরিমাণ কি তা-জানার জন্য আর্থিক বিবরণী যেমন উর্দ্বতপত্র, আয় বিবরণী ও লাভ ক্ষতির বিবরণীসহ বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী মুল্যায়ন করে থাকে। বর্তমানে ঝুঁকির উৎসগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন ঝুঁকির উৎস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে একজন ঝুঁকি ব্যবস্থাপক ঝুঁকি ও ক্ষতির উৎস নির্ধারণে নতুন নতুন সমস্যায় পড়েন। তাই, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করছে কত দক্ষতার সাথে ঝুঁকি ও ক্ষতির উৎসগুলো চিহ্নিত করতে পারছে তার উপর।

২. ঝুঁকির ফলে সংঘটিত ক্ষতির ফলাফল মূল্যায়ন: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় স্তরের কাজ হলো ঝুঁকির কারণে ক্ষতি সংঘটিত হলে তা মূল্যায়ন করা। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লাভক্ষতি ও অর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ উভয়ই অর্ন্তভূক্ত। ক্ষতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ক্ষতির প্রবনতা ও গভীরতা সর্ম্পকে সম্মক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ ঝুঁকি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও বিস্তৃত হচ্ছে। তাই প্রতিটি ক্ষতির ফলাফল পৃথক পৃথকভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন। তা নাহলে ঝুঁকির ক্ষেত্রে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

৩. ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্বত্তোম পন্থা নির্বাচন করা: ঝুঁকির মাত্রা ও প্রবনতার যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি ঝুঁকি মোকাবেলা করারও ভিন্ন ভিন্ন পন্থা রয়েছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করতে সর্বোত্তম পন্থাটি নির্বাচন করতে হবে। ঝুঁকি মোকাবেলার পন্থা যত সঠিক ও কার্যকর হবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও তত দক্ষ ও সাফল্য অর্জন করবে। তাই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সর্বোত্তম ও সঠিক পন্থা নির্ধারণ করে তা প্রয়োগ করা।

ঝুঁকির প্রকৃতি (Nature of Risk)

ঝুঁকি সম্পর্কে বিভিন্ন মতপার্থক্য বা ধারণা আছে; তবে বীমায় ঝুঁকি বলতে সাধারণত কোন আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বুঝায়। ঝুঁকির প্রকৃতি নিম্নরূপ:

১. ঝুঁকি অনিশ্চয়তা অনুসরণ করে;
২. ঝুঁাক ক্ষতির অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাকে বুঝায় অর্থাৎ ঝুঁকির ফলে ক্ষতি হতেও পারে, নাও হতে পারে।
৩. ঝুঁকি শুধুমাত্র যেখানে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সেখানেই ঝুঁকি বিদ্যমান।
   উপরে উল্লেখিত ক্ষতি বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন:

ক. কোন পরিবারের উপার্জানক্ষম ব্যক্তি বা ব্যবসায়ের মূল ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যুতে;
খ. প্রাকৃতিক কোন বিপদ ও দূর্যোগ যেমন: অগ্নিকান্ড, ঝড়, জলচ্ছাস, ভূমিকম্প, এবং মানুষ কতৃক সৃষ্ট ঝুঁকি যেমন: চুরি, ডাকাতি, ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ইত্যাদি।

তাই বলা যায়, বিভিন্ন কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচার জন্য বা ঝুঁকি লাঘব করার জন্য বা ঝুঁকি প্রতিরোধ বা এড়ানোর জন্য ঝুঁকির প্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শর্তকতা অবলম্বন অপরিহার্য।

পাঠ সংক্ষেপ: ৮.১

বীমার মূল উৎসহলো ঝুঁকি ও ঝুঁকির অনিশ্চয়তা। "ঝুঁকি হলো -কোন অর্থিক ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা।" ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকিকে চিহ্নিত করণ, ঝুঁকির ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কেই ঝুঁকি ব্যবস্থা বলা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূলত তিনটি কার্য সম্পাদন করতে হয়। যথা: ১। ঝুঁকির উৎসগুলো চিহ্নিত করণ; ২। ঝুঁকির ফলে সংঘটিত ফলাফল নিরুপণ করা; ৩। ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণ করা। বিভিন্ন কারণে ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচার জন্য বা ঝুঁকি লাঘব করার জন্য বা ঝুঁকি প্রতিরোধ বা এড়ানোর জন্য ঝুঁকির প্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শর্তকতা অবলম্বন অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. বীমার মূল উৎস কি?
   ক) অর্থ খ) ব্যবসায়ের মুনাফা
   গ) ঝুঁকি ঘ) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

২. ঝুঁকি মোকাবেলা করা কিসের অন্তর্গত?
   ক) ঝুঁকি বিস্ড়র খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
   গ) ঝুঁকি সাথে মিশে যাওয়া ঘ) কোনটি নয়

৩. কোনটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী নয়।
   ক) ঝুঁকির উৎসগুলো চিহ্নিত করণ খ) ঝুঁকির ফলে সংঘটিত ফলাফল নিরুপণ করা
   গ) ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণ করা ঘ) ঝুঁকি ধারণ করা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৪. ঝুঁকির সংজ্ঞা দিন।

৫. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

৬. ঝুঁকির কার্যাবলী ও প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২ ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ঝাঁকি পরিমাপ
Classification of Risk, Evaluation of Risk and Measurement of Risk

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ঝুঁকি কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা বলতে পারবেন।
- ঝুঁকি পরিমাপ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ (Classification of Risk)

ঝুঁকির প্রকৃতি, মাত্রা, অবস্থা ইত্যাদির কারণে ঝুঁকিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঝুঁকির শ্রেনীবিভাগ জানা আবশ্যক। যদিও বিভিন্নভাবে ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ করা হয়েছে। অমরা এখানে শুধুমাত্র বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে ঝুঁকিকে দু ভাবে ভাগ করা হবে। যথা, অবীমাযোগ্য ঝুঁকি ও বীমা যোগ্য ঝুঁকি। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকির বর্ণনা দেয়া হলো।

অবীমাযোগ্য ঝুঁকি (Un-Insurable Risk): অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বলতে সেধরনের ঝুঁকিকে বুঝান হয়, যা কোন বীমা কোম্পানী গ্রহণ করতে নারাজ। ঝুঁকির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশী হবে। কিছু ব্যক্তি বীমার অযোগ্য, একারণে যে বীমা নীতির পরিপন্থি, কারণ অধিক প্রিমিয়াম শুধু মাত্র মৃত্যু পথ যাত্রীরাই উৎসাহিত হবে। ফলে গুটিকতক লোক বীমা থেকে সুবিধা ভোগ করবে। যার ফলে ভাল স্বাস্থ্যের লোকজন বীমা গ্রহণ করতে অগ্রহী হবে না। কারণ, তাদের ঝুঁকির তুলনায় প্রিমিয়াম বেশী হয়ে যাবে। তাই বীমা কোম্পানী তাদের বর্তমান পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং তাদের প্রিমিয়াম যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখার জন্য অধিক ঝুঁকির ব্যক্তিদেরকে বীমার আওতায় অনবে না।

বীমাযোগ্য ঝুঁকি (Insurable Risk): যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা করা যায়, তাকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। ঝুঁকির একটি আদর্শ মান আছে। যদি কোন ঝুঁকির আদর্শ মান থাকে; কোন ঝুঁকি যদি আদর্শ মান থেকে খুব বেশী না হয় তাকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি বলা যায়। অর্থাৎ উক্ত ঝুঁকির বীমা করা যায়।

বীমাযোগ্য ঝুঁকিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ক) আদর্শিক ঝুঁকি খ) উত্তম- আদর্শিক ঝুঁকি ও গ) উপ আদর্শিক ঝুঁকি।

ক. আদর্শিক ঝুঁকি (Standard Risk): আদর্শিক ঝুঁকি স্বাভাবিক (ঘড়ৎসধষ) জীবনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেখানে অনেক বেশী ঝুঁকি নেই, আবর কম ঝুঁকিও নেই। স্বাভাবিক জীবন হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাপক দ্বারা বিচার করা হয়। ঝুঁকি মূল্যায়নের আংকিক পদ্ধতি অনুসারে আদর্শিক মাত্রা ১০০ ধরা হয় এবং তার সাথে ২৫ পয়েন্ট যোগ বিয়োগ সীমা পর্যন্ত আর্দশ ঝুঁকির ব্যপ্তি। এটাকে স্বাভাবিক মাত্রার ঝুঁকিও বলা হয়।

খ. উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি (Super Standard Risk): উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলতে যখন আদর্শিক ঝুঁকি থেকে কোন বিষয়বস্তুতে কম ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, তাকে বুঝান হয়। এটাকে অগ্রাধীকার ঝুঁকিও বলা হয়। ঝুঁকি মূল্যায়নের আংকিক পদ্ধতি অনুসারে ৭৫ পয়েন্টর নিচের মাত্রায় ঝুঁকি থাকলে তাকে উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলা হয়। বীমাকারীগণ এ ধরণের ঝুঁকিকে সবচেয়ে বেশী প্রত্যাশা করে। কারণ এখানে ঝুকির মাত্রা সর্বোপেক্ষা কম।

গ. উপ-আদর্শিক ঝুঁকি (Sub Standard Risk): উপ-আদর্শিক ঝুঁকি হলো যখন আদর্শিক ঝুঁকির থেকে বেশী বিরাজমান থাকে তাকে বুঝায়। তাই এটা হলো আদর্শিক ঝুঁকি থেকে বেশী ও অবীমাযোগ্য ঝুঁকি থেকে কম। যদি উপ-আদর্শিক ঝুঁকিরসীমা অতিক্রম করে তবে তা বীমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ঝুঁকি মূল্যায়নের আংকিক পদ্ধতি অনুসারে ১২৫ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পয়েন্ট এর সীমার মধ্যকার ঝুঁকিকে উপ-আদর্শিক ঝুঁকি বলে গন্য করা হয়। তার জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হবে। বিপদজনক পেশায় নিয়োজিত ও জীবিকায় অভ্যস্ত এবং মৃত্যু প্রবণ বয়স্ক মানুষকে এ জাতীয় ঝুঁকির কোঠায় ফেলা হয়।

ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য (Purpose of Mesuring Risk)

নিম্ন বর্ণিত কারণে ঝঁকি পরিমাপ করতে হয়:

১. ঝুঁকি গ্রহণ করা হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা প্রয়োজন হয়। এটাই প্রথম ও প্রধান কারণ ঝুঁকি পরিমাপের।

২. বীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ: প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ভর করে ঝুঁাকির পরিমাণের উপর। ঝুঁকি বেশী হলে প্রিমিয়াম বেশী দিতে হবে, আর ঝুঁকি কম হলে প্রিমিয়াম কম দিতে হবে। তাই প্রত্যেক প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য পৃথক পৃথক ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং মূল্যয়িত ঝুঁকির পরিমাণের উপর নির্ভরকরে প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।

৩. ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ করা: যেহেতু ঝুঁকির মাত্রা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কম বেশী হয়, তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তাই ঝুঁকিকে পৃথক পৃথক শ্রেনীতে বিভক্ত করে সে অনুসারে বীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।

৪. যারা বেচে থাকবে তাদেরকে কোন পার্থক্য না করা: যেহেতু ঝুঁকির মাত্রার ভিন্নতা আছে, তাই বিভিন্ন শ্রেনীর ঝুঁকির জন্য বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা হয়। যদি সকলের নিকট থেকে একই হারে প্রিমিয়াম নেওয়া হয় তা অবিচার হবে। তাই যাতে কারো প্রতি অবিচার করা না হয় তার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা প্রয়োজন।

৫. খারাপ ঝুঁকি নির্বাচন না করা: যারা বীমার অযোগ্য ঝুঁকি বহন করছে তাদেরকে বীমার আওতায় না আনার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা প্রয়োজন। ঝুঁকি পরিমাপ না করা হলে বীমার অযোগ্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা সম্ভাব হতো না। তাই যাতে বীমার অযোগ্য ঝুঁকি বীমার জন্য নির্বাচিত না হতে পারে তার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা একান্ত অপরিহার্য।

ঝুঁকি মূল্যায়ন (Evaluation of Risk)

বীমার কিস্তি বা প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ন বা নিরুপণ করা প্রয়োজন। ঝুঁকি নিরুপণ করার পর ঝুঁকিকে শ্রেনীবদ্ধ করতে হয়। ঝুঁকিকে মূল্যায়ন করার দুটি পদ্ধতি আছে। যথা: বিচার পদ্ধতি ও আংকিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। নিম্নে ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি দুটির বর্ণনা দেয়া হলো:

১. ঝুঁকি মূল্যায়নের বিচার পদ্ধতি (Judgment Method of Risk Evaluation): প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, এটি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন বীমা কোম্পানীর চিকিৎসক, হিসাব ও দায়গ্রহণ বা বীমাকরণ শাখার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামতকে একত্রিত করা হয়। এসকল ব্যক্তি অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অনুমোদন প্রাপ্ত। এখানে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিচারের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে আবেদনগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কতৃক যাচাই বাছাই করে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয় এবং সন্দেহ জনক বা খুব বেশী ঝুঁকিপূর্ণ আবেদনগুলো আরো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ পদ্ধতি যেখানেই প্রযোজ্য সেখানে একটি মাত্র বিষয় বিবেচনা করা হয় অথবা যেখানে গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবার যেখানে আংকিক মূল্যয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না, সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিগতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটার একটি বড় সুবিধা হলো নির্বাহী ও অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্রুত ও অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

এ পদ্ধতির কিছু অসুবিধা আছে যার ফলে আধুনিক কালে বিচার পদ্ধতির পরিবর্তে আংকিক পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। নিম্নে বিচার পদ্ধতির অসুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো।

I. বিচার পদ্ধতিতে বিচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের একগুয়েমী ও অবহেলার ফলে ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ড় নেয়া হতে পারে।
II. বিচারকদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত হতে পারে।
III. এ পদ্ধতিটি বিজ্ঞান বিত্তিক না হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সিদ্ধান্ত প্রার্থক্য হতে পারে। যার ফলে সঠিক মূল্যায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

২. ঝুঁকি মূল্যায়নে আংকিক পদ্ধতি (Numerical Rating System of Risk Evaluation): আংকিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অনেক সংখ্যক উপাদনের সমষ্টি একটি ঝুঁকি সৃষ্টি করণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সে সকল উপাদানসমূহ বিদ্যমান আছে, এমন সব জীবনের উপর পরিসংখানগত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিটি উপাদানের প্রভাব নিরূপণ করা হয়। এ নীতির উপরই আংকিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি উপাদানের স্বাভাবিক মাত্রা ১০০ ধারা হয়। যে

উপাদানের মাণ ১০০ হবে তার মাত্রা দেয়া হবে না। প্রতিটি উপাদানের মান আলাদাভাবে একটার পর একটা নির্ণয় করা হয়। যে উপাদানগুলো অনূকুলে সেগুলোকে না বাচক মান দেয়া হয় তাকে বলে ক্রেডিট মান (Credit value) এবং প্রতিকূল উপাদনগুলোকে হাঁ বাচক মান দেয়া হয় যাকে ডেবিট মান (Debit Value) বলে। প্রতিটি উপাদানের মান তার মাত্রা অনুসারে শতকারায় প্রকাশ করা হয়। ডেবিট ও ক্রেডিটের বীজগানিতিক সমীকরণ এর ফলাফল নির্ধারিত মান ১০০ এর সাথে যুক্তকরে আংকিক মান প্রকাশ করা হয়। যেমন জীবন বীমার ক্ষেত্রে দৈহিক গঠন, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, ব্যক্তিগত ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, পেশা, অভ্যাস, নৈতিক চরিত্র, নৈতিকতা ও বীমা পরিকল্পনার মত কতগুলো উপাদান এর উপর পয়েন্ট বন্টন করা হয়। বীমা গ্রহীতাদের মৃত্যুহারের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট করে ক্ষতিকর হারে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঝুঁকি যদি মানের চেয়ে বেশী হয় তাহলে অতিরিক্ত পয়েন্ট ডেবিট (+) এবং ঝুঁকি যদি মানের চেয়ে কম হয় তাহলে ক্রেডিট (-) করা হয়।
আংশিক মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো।
ধরুণ, জনাব আফজাল একজন বিবহিত ব্যাক্তি, যার ২ টি বাচ্চা আছে এবং তাদের স্বাস্থ্য ভাল। লোকটির ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে ৬০ ভাগ বেশী। বুকের প্রসস্ড়তার পরিমাপ উদরের পরিধির মাপের তুলনায় $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি কম। তার বয়সের উপর কোন প্রতিকূল ইঙ্গিত নেই। তার পরিবারে যক্ষা উম্মাদগ্রস্থতা ইত্যাদির কোন রের্কড নেই। তিনি কারু শিল্পে কাজ করেন। তার অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র ভাল। তিনি একটি ভাল পরিবেশে উন্নত বাড়ীতে বসবাস করেন। তিনি ২৫ বছর মেয়াদী বীমা পলিসি গ্রহণ করতে চান। তার ঝুঁকির পরিমাণ আংকিক পদ্ধতিতে নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করা হবে।

নিম্নের প্রদত্ত ছকে তাকে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের জন্য ডেবিট পার্শ্বে (+) ৬০ নম্বর দেওয়া হবে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক গঠনের জন্য ১৫ পয়েন্টে ডেবিট (+) পশে দেওয়া হবে। তার অনুকুল পারিবারিক ইতিহাসের জন্য ক্রেডিট (-) পাশে ২০ নম্বর ধরা হয়েছে। ২৫ বছর চুক্তির জন্য তাকে আরও ১২(-) পয়েন্ট ক্রেডিট পাশে ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য কোন পয়েন্ট ধরা হয় নি।

উপাদানসমূহ	ডেবিট(+)	ক্রেডিট(-)
১. দৈহিক গঠন (অতিরিক্ত ওজন)	৬০	-
২. স্বাস্থ্যগত অবস্থা	-	-
৩. অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক গঠন (উদরের চেয়ে বুকের প্রশস্ড়তা কম)	১৫	-
৪. পারিবারিক ইতিহাস	-	২০
৫. পেশা	-	-
৬. আবাস	-	-
৭. অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্র	-	-
৮. বীমা পলিসির মেয়াদ ২৫ বছর	-	১২
	৭৫	৩২

নীট মূল্যায়ন ৭৫-৩২= ৪৩
মোট মূল্যায়ন ১০০+৪৩=১৪৩

ছক-২.১: আংকিক পদ্ধতিতে ঝুঁকি নিরূ পণ (মান বন্টন ও বিভাগ করণ)।

উক্ত মূল্যায়ন ঝুঁকিকে বিভক্ত ও নির্বাচন করা অধিকতর সহজ করেছে। নিম্নের ছকের মাধ্যমে আরও পরিস্কার করে দেখানো হালো:

বীমাকরণের লক্ষ্যে ঝুঁকির মানগত বিভাগ

উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি	আদর্শিক ঝুঁকি	উপ-আদর্শিক ঝুঁকি	অবীমাযোগ্য ঝুঁকি
৭৫ পয়েন্টের নিচে	৭৫-১২৫	১২৫-৫০০	৫০০-এর উপর
মূল্যায়ন ফল	১৪৩		

আমাদের উদাহরণে প্রাপ্ত পয়েন্ট ১৪৩। অতএব উক্ত প্রস্তাবিত বীমা গ্রহীতার ঝুঁকি উপ-আদর্শিক ঝুঁকির মধ্যে গণ্য করা যায়।

ঝুঁকি মূল্যায়নে আংকিক পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো আংকিক পদ্ধতিতে প্রতিটি উপাদানকে মান বন্টন করা হয়। কিন্তু বিচার পদ্ধতি এধরনের মান বন্টনের বিধান নেই বলে এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়।

আংকিক পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

এটা মান বন্টনের ভিত্তিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয়।

১. এ পদ্ধতিতে দ্রুততর ও মিতব্যায়ী হয়।
২. এ পদ্ধতিতে বীমার ক্রমোন্নয়নের সাথে অবিরাম বিবেচনা ও মূল্যায়ন সম্ভব।
৩. এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠত বলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব।
৪. এ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী।

অসুবিধা

এ পদ্ধতির কতগুলো ত্রুটি পরিলক্ষিতি হয়, যা নিম্নরূপ:

১. এটি অনেক বেশী বিচার সাপেক্ষ ও জটিল।
২. আংকিক পদ্ধতিতে মান বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা থাকেনা বালে সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে।
৩. পরস্পর সমবৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও আনেক উপাদান পরস্পর যুক্ত হয় না।

ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও আংকিক পদ্ধতি এখনও আনেক পদ্ধতি থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক।

পাঠ সংক্ষেপ: ৮.২

অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বলতে সেধরনের ঝুঁকিকে বুঝান হয়, যা কোন বীমা কোম্পানী গ্রহণ করতে নারাজ। ঝুঁকির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশী হবে। যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা করা যায়, তাকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি বলে। ঝুঁকির একটি আদর্শ মান আছে। আদর্শিক ঝুঁকি স্বাভাবিক (Normal) জীবনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেখানে অনেক বেশী ঝুঁকি নেই, আবর কম ঝুঁকিও নেই। উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি বলতে যখন আদর্শিক ঝুঁকি থেকে কোন বিষয়বস্তুতে কম ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, তাকে বুঝান হয়। এটাকে অগ্রাধীকার ঝুঁকিও বলা হয়। উপ-আদর্শিক ঝুঁকি হলো যখন আদর্শিক ঝুঁকির থেকে বেশী বিরাজমান থাকে তাকে বুঝায়। ঝুঁকি নিরুপণ করার পর ঝুঁকিকে শ্রেনীবদ্ধ করতে হয়। ঝুঁকিকে মূল্যায়ন করার দুটি পদ্ধতি আছে। যথা: বিচার পদ্ধতি ও আংকিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। ঝুঁকি মূল্যায়নের বিচার পদ্ধতি, এটি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোন বীমা কোম্পানীর চিকিৎসক, হিসাব ও দায়গ্রহণ বা বীমাকরণ শাখার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামতকে একত্রিত করা হয়। ঝুঁকি মূল্যায়নে আংকিক পদ্ধতি: আংকিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অনেক সংখ্যক উপাদনের সমষ্টি একটি ঝুঁকি সৃষ্টি করণ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ঝুঁকি মূল্যায়নে আংকিক পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো আংকিক পদ্ধতিতে প্রতিটি উপাদানকে মান বন্টন করা হয়। কিন্তু বিচার পদ্ধতি এধরনের মান বন্টনের বিধান নেই বলে এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কোনটি অবীমাযোগ্য ঝুঁকি?
   ক) ক্যান্সারের রোগী
   খ) আগুনের সমূহ সম্ভাবনা
   গ) নৌজান ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা
   ঘ) ভূমিকম্পে ধ্বংশের সম্ভাবনা

২. কোনটি বমিাযোগ্যের আওতাভুক্ত নয়?
   ক) আদর্শিক ঝুঁকি
   খ) উত্তম আদর্শিক ঝুঁকি
   গ) উপ-আদর্শিক ঝুঁকি
   ঘ) অনাদর্শিক ঝুঁকি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৩. সংজ্ঞা লিখুন ঃ ক. অবীমাযোগ্য ঝুঁকি খ. বীমাযোগ্য ঝুঁকি

৪. ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

৫. ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩ ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যের উৎস, ঝুঁকির উপাদানসমূহ, মানুষ ও স্পদের ঝুঁকিসমূহ, ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার ভূমিকা

Sources of Risk Information, Factor Affecting Risk, Risk in Human Life and Proparty, Role of Inurance to Face Risks

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ যে সকল উৎস থেকে ঝুঁকি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ☞ কি কি উপাদান দ্বারা ঝুঁকি প্রভাবিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ মানুষ এবং সম্পদ কি কি ঝুঁকির সম্মুক্ষীণ হয় তা বলতে পারবেন।
- ☞ ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ঝুঁকি সম্পর্কীয় তথ্যের উৎস সমূহ (ঝড়ঁৎপবং ড়ভ জরংশ ওহভড়ৎসধঃরড়হ)

ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন। নিম্ন লিখিত উৎস হতে ঝুঁকি সম্পর্কীয় তথ্য পাওয়া যায়:

১. প্রস্তাবনা ফর্ম (Proposal Form): বীমা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে বীমাকারী বা বীমাকোম্পানী একটি প্রস্তাবনা ফর্ম প্রদান করে। এ ফর্মে বীমা গ্রহীতার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হয়। এমন কোন বিষয় যা জানানো প্রয়োজন তা জানাতে না চাওয়া হলেও তা জানাতে হবে। কারণ বীমা চূড়ান্ড় বিশ্বাসের চুক্তি। আর বীমা গ্রহীতাকে সঠিক, নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কোন তথ্য গোপন বা অতিরঞ্জিত করা যাবেনা। তাই বলা যায় কোন বীমা গ্রহীতার ঝুঁকি সম্পর্কে জানার জন্য প্রস্ড়াবনা ফর্মই প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

২. স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন (Report of the Medical Examination): স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রস্তাবিত বীমা গ্রহীতার ব্যক্তিগত পরিচিতি, স্বাস্থ্য, শাবীরিক গঠন সংক্রান্ড় সাধারণ ও সার্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তাবনার সাথে মিলিয়ে একটি রিপোর্ট প্রদান করে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন; যাকে কোম্পানী নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে গণ্য করে থাকে। তবে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারপরও চিকিৎসকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের অন্যতম উৎস।

৩. বীমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন (Report of Agent): বীমা কোম্পানীগুলো বীমা গ্রহীতা সংগ্রহ করার জন্য বীমা প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে, যারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকাতে বীমাপত্র বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে বীমা ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। পাশাপাশি তাদের সর্ম্পকে ঝুঁকি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। তবে, তারা বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায় বলে অনেক সময় অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে থাকে। তাই, বীমা প্রতিনিধি কতৃক প্রদত্ত তথ্য কম নির্ভরশীল। তারপরও ঝুঁকি সর্ম্পকে তথ্যের জন্য বীমা প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন একটি উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪. পরিদর্শন প্রতিবেদন (Inspection Report): বর্তমান যুগে বীমা কোম্পানীগুলোর নিজস্ব পরিদর্শক কর্মকর্তা আছেন, যাদেরকে উন্নয়ন কর্মকর্তা, পরিদর্শক বা মাঠ নির্বাহী বলে অভিহিত করা হয়। তাদের কাজ হলো বীমা প্রতিনিধিকতৃক প্রদত্ত তথ্য মাঠ পর্যায়ে গিয়ে যাচাই বাছাই করা। পরিদর্শকগণ প্রস্ড়াবিত বীমাগ্রহীর অজ্ঞাতে তার সম্পর্কে তার সহকর্মী, পাড়াপ্রতিবেশী, ব্যবসায়ী অংশীদরসহ বিভিন্ন লোক থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাদের যেহেতু প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ নেই, তাই তাদের প্রদত্ত তথ্য অধিকতর নির্ভযোগ্য।

৫. বন্ধু-বান্ধব (Friends): প্রস্ড়াবিত বীমা গ্রহীতার ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব থেকেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তারা ঘনিষ্ট বলে আনেক তথ্য জানা থাকে। তবে অনেক সময় ঘনিষ্ট বন্ধুরা সঠিক তথ্য দিতে চায় না।

৬. পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician): প্রস্তাবিত বীমা গ্রাহক যে চিকিৎসকের চিকিৎসা নেয়, তার নিকট তার স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য থাকে। কারণ, উক্ত পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট পরিবারের আরও সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পূর্বকার সকল তথ্য থাকে।

৭. ব্যবসায়ীক সহযোগীগণ (Business Associates): যাদের সাথে ব্যবসয়িক ঘনিষ্টতা আছে, তাদের কাছে প্রস্ড়াবিত বীমা গ্রহীতার আনেক তথ্য জানা থাকতে পারে, কারণ তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকে বলে অনেক কিছুই গোপন থাকে না। তবে, তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার।

৮. প্রতিবেশীগণ (Neighbours): প্রতিবেশীগণও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে থাকে। তবে, সম্পর্ক ভাল না থাকলে ভুল তথ্য যেমন দিতে পারে, আবার সম্পর্ক খারপ থাকলে তথ্য গোপনও করতে পারে। তবে, প্রদত্ত তথ্য বিচার করে কিছু তথ্য বের করা সম্ভব।

৯. চিকিৎসা তথ্য বুরো (Medical Information Bureau): মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রসহ কিছু কিছু উন্নত দেশে চিকিৎসা বুরো জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসায় কাজ করে থাকে। বীমা কোম্পানীগুলো এ বুরোর সদস্য হয়ে থাকে। ফলে এবুরো থেকে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রস্তাবকের স্বাস্থ্য স্পার্কিত পারিবারিক ইতিহাস ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তবে, আমাদের দেশে এখনও এধরণের প্রতিষ্ঠান নেই।

১০. ঋণ অনুসন্ধান বুরো (Credit Information Bureu): এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো ব্যবসায়ীদের আর্থিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা। কোন বিশেষ ব্যবসায়ীর আর্থিক অবস্থা ও সচ্চলতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এধরনের প্রতিষ্ঠান কতৃক সরবারহকৃত তথ্য গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। তাই এধরনের প্রতষ্ঠান থেকে সরবারহকৃত তথ্য অধিকতর নির্ভর যোগ্য ও সঠিক হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, বিভিন্ন উৎস থেকে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব।

ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors Affecting Risk)

বিভিন্ন বীমার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই আমরা এখানে জীবন বীমা, নৌ-বীমা ও অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে কি কি উপাদান প্রভাবিত করে তা আলোচনা করব।

জীবনবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Factors Affecting Risks In case of life Insurance

জীবন বীমার ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান প্রভাবিত করে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বয়স (অমব): বীমার ক্ষেত্রে বয়স একজন বীমা গ্রহীতার ঝুঁকির অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের দেশে দশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স কে স্বাভাবিক ঝুঁকি মনে করা হয়। এর বাইরের বয়সে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। তাই বয়স নিয়ন্ত্রণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৬ মাসের নিচে হলে পূর্বের বয়স ক্রম এবং ৬ মাস থেকে তার উর্দ্ধের জন্য পরবর্তী বয়সক্রম ধরা হয়। যেমন করো বয়স যদি ৩০ বছর ৫ মাস ১৫ দিন হয়, তবে তার বয়স ৩০ বছর ধরা হবে। এবার কারোর বয়স যদি ৩০ বছর ৬ মাস ১৫ দিন হয়, তবে তার বয়স ৩১ বছর ধরা হবে। এভাবেই বয়:ক্রম নির্ধারণ করা হয়।

২. শারীরিক গঠন (Build): শারীরিক গঠন বলতে দেহের উচ্চতা ওজন, ওজন বন্টন, বুকের প্রসারতা ইত্যাদিকে বুঝান হয়। দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো যদি আনুপাতিক হারে বন্টন না হয়েহ্রাস বৃদ্ধি বা অসম বন্টন হয়, তবে ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এটা আবার বয়সের সাথেও সম্পর্কিত। অল্প বয়সে ওজন কম আর বেশী বয়সে ওজন বেশী মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

৩. স্বাস্থ্যগত অবস্থা (Physical Condition): প্রস্ড়াবিত আবেদনকারীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা বলতে দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পরিপাকযন্ত্র, কিডনী, রক্তচাপ নিয়ে স্বাস্থ্যগত অবস্থা বুঝায়। এগুলোর অবস্থার উপর মৃত্যুর ঝুঁকি অকেকাংশে নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৪. ব্যক্তিগত ইতিহাস (Personal History): ব্যক্তিগত ইতিহাস বলতে প্রস্তাবিত বীমা গ্রহীতার অতীত অভ্যাস, স্বাস্থ্যের বিবরণ, পেশা, বীমা সংক্রান্ত ইতিহাস ইত্যাদির সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ইতিহাস বলে। ব্যক্তিগত ইতিহাস ভাল মন্দের উপর মৃত্যুর ঝুঁকির পরিমাণ কম বেশী হয়ে থাকে।

নিম্নলিখিত অবস্থা ঝুঁকির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়:
ক) অতিতে যদি মদ্যপানের অভ্যাস থাকে; বা

খ) গত ৫ বছর যাবৎ যদি প্রস্ড়াবিত বীমা গ্রহীতা কোন বড় ধরণের রোগে ভুগে থাকে; বা
গ) ইতিপূর্বে তিনি যদি কোন অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পেশায় কাজ করে থাকেন; এবং
ঘ) ইতিমধ্যে যদি তিনি কোন বীমাকারী কতৃক বীমাকৃত হয়ে থাকেন ও সেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে এবং ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই কোন ব্যক্তির অতীত ইতিহাস ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিরুপণ ও নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

৫. পারিবারিক ইতিহাস (Family History): ব্যক্তিগত ইতিহাসের মত পরিবারিক ইতিহাসও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে প্রভাবিত করে। পারিবারের অন্যান্য সদস্যের পেশা, স্বাস্থ্য, রোগ ব্যধি ইত্যাদির ইতিহাস ঝুঁকি হ্রাস বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যেমন কারোর যদি বহুমূত্র রোগ থাকে বা উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তবে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এধরনের রোগবালাই হতে পারে।

৬. পেশা (Occupation): পেশা ঝুঁকির অন্যতম উৎস হতে পারে। বিপদজনক পেশায় কাজ করে, তবে যেমন দূর্ঘটনায় পড়তে পারে, তেমনি পেশাজনিত রোগও হতে পারে। অতিরিক্ত কর্ম চাপ থাকলে বিভিন্ন ধরণের বড় ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এসব কারণে পেশার সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক নিবীড়। আবার স্বাভাবিক পেশার ঝুঁকিও কম।

৭. আবাসন (Residence): আবাস স্থল যদি স্বাস্থ্যকর না হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া হয়, তাহলে স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে; যা ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যদি ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা আবাসস্থলের কাছাকাছি ভাল না থাকে ও পরিবহন ব্যবস্থা না থাকে তাহলেও ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যায়। আবার এর বীপরিত হলে ঝুঁকি কমায়। তাই বলা যায় একজন ব্যক্তির আবাসন ঝুঁকি হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

৮. বর্তমান অভ্যাস (Present Habit): কোন বীমা প্রস্তাবকারীর বর্তমান অভ্যাস, যেমন: অতিরিক্ত মদ্যপান, নেশা করা, অতিরিক্ত ধূমপান ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি করে। আর অভ্যাস ভাল হলে ঝুঁকি স্বাভাবিক থাকে।

৯. নৈতিক চরিত্র (Moral Character): নৈতিক চরিত্র ভাল না হলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। যেমন কারোর যদি কোন অসাদচরণ থাকে তা দূরারোগ্য রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায় ও আয়ুকমে যায়।

১০. বংশ ও জাতীয়তা (Race and Nationality): বংশ ও জাতীয়তা ভেদে মানুষের আয়ু কম বেশী পরিলক্ষিত হয়। যেমন উচ্চ বংশের লোকদের চেয়ে নিম্ন বংশের লোকদের আয়ু কম বলে ধারণা করা হয়। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের লোকদের গড় আয়ু কম দেখা যায়। তাই বংশ ও জাতি ভেদে ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে।

১১. নারী ও পুরুষ (Male–Female): পুরুষের চেয়ে মহিলাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। বিশেষ করে প্রসবকালীন বিপদ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া আমাদের দেশের মহিলাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। তদুপরি অভাব, সংকীর্ণতা ও প্রতিকূল পরিবেশ আয়ুস্কাল ক্ষতিগ্রস্থ করে ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

১২. আর্থিক মর্যাদা (Economic Status): প্রস্ড়াব দাতার পারিবারিক ও ব্যবসায়িক আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলে, ভাল খাদ্য গ্রহণ, ভাল চিকিৎসা সুবিধা ও ভাল আবাসন নিশ্চিত করতে পারে ও মানুষিক চাপ কম থাকে। এর বিপরীত হালে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

১৩. প্রতিরক্ষা সার্ভিস (Defence Service): আধুনিক যুগে জীবন রক্ষাকারী ও নিরাপত্তা কৌশল বৃদ্ধি সত্বেও এখন পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সার্ভিসে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী। এটাকে বিপদজনক পেশা মনে করা হয়।

১৪. বীমা পরিকল্পনা (Insurance Plan): কিছু বীমা পলিসি বেশী ঝুঁকি বহন করে। যেমন-বহুমূখী বীমাপত্র এ ধারনের বীমা পত্র একই সাথে বহু সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে বিধায় ঝুঁকির মাত্রা বেশী থাকে। তাই বলা যায় বীমা পাত্রের ধরনের উপরেও ঝুঁকির পরিমাণ নির্ভর করে। উপরে উল্লেখিত উপাদনগুলোই জীবন বীমার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

নৌবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Factors Affecting Risk in Case of Marin Insurance

নৌবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদনসমূহ নিম্নরূপ:

১. বীমাগ্রহীতার ব্যক্তিগত বিবরণ: বীমা গ্রহণ করার পূর্বে প্রস্তাবিত বীমাগ্রহীতার ব্যক্তিগত বিবরণ, যথা: ঠিকানা, ব্যবসা, স্বভাবচরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কারণ ভূয়া তথ্য বীমার ঝুঁকি অযথা বৃদ্ধি করে। তাই বীমাকারীর এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

২. নৌযানের অবস্থা: নৌযান চলাচলের যোগ্যতার উপর ঝুঁকির পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। নৌযান যদি আদর্শ মানের হয় তবে ঝুঁকি কম, আর অবকাঠাম যদি আদর্শমানের কম হয় তবে ঝুঁকি বেশী।

৩. পণ্যের বিবরণ ও অবগতি: পণ্যের প্রকৃতির উপর ঝুঁকি কম বেশী হয়। কিছু পণ্য বেশী ঝুঁকিপূর্ণ যেমন: পচনশীল দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ইত্যাদি। তাছাড়া পণ্যগুলো যথোপযুক্ত স্থানে ও যথাযথভাবে সাজান কিনা তার উপরও ঝুঁকি নির্ভর করে।

৪. নৌযানের চলাচল পথ: সমুদ্রের চলাচল পথ সব সমান বিপদ জনক নয়। কিছু পথে জলদশ্যু, প্রাকৃতিক বিপদ প্রভৃতী তুলনামূলকভাবে বেশী। ফলে ঝুঁকির সম্ভাবনাও বেশী। আবার কিছু চলাচল পথ অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। তাই, বীমাকারীর বীমা গ্রহণ করার সময় নৌযান যে পথে চলাচল করে ও যে সময়ে চলাচল করবে তা জানা প্রয়োজন।

৫. নৌযান চলাচলের যোগ্যতা: নৌযানের চলাচল যোগ্যতার তারতম্য থাকে। কোন যান চলাচলের বেশী উপযোগী অথবা কোনটা কম উপযোগী, যা ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে। তাই বীমার দায় গ্রহণ কালে নৌযানের চলাচল যোগ্যতা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

৬. চলাচলের সময় ও পরিসর: নৌপথ সবসময় সমান ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সময়ের সাথে ঝুঁকির তারতম্য আছে। আর নৌযান চলাচলের ব্যপ্তির সাথেও ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে। বেশী সময় সমুদ্রে চলাচল করলে ঝুঁকির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে চলার চেয়ে বেশী হয়। তাই, নৌ চলাচলের পথ ও পরিসর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় ঝুঁকি গ্রহণের পূর্বে তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

৭. বিবিধ: উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যাতিত বীমাকারীকে আরও কিছু বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন: জাহাজটি কোন শত্রু দেশের মধ্যে দিয়ে চলছে কিনা, কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করবে কিনা ইত্যাদি; যা ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যেহেতু উপরেউল্লেখিত বিষয়ে বীমার ঝুঁকি প্রভাবিত হয় তাই বীমা গ্রহণের পূর্বে এ বিষয়ে শর্তকতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

অগ্নিবীমার ক্ষোত্রে ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ
Factors Affecting Risk in Case of Fire Insurance

অন্যান্য বীমার মত অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টিকারী কিছু উপাদান আছে যা বীমাকারীর বিবেচনায় আনা একান্ড় অপরিহার্য। নিম্নে অগ্নিবীমার ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১. বীমাগ্রহীতার ব্যক্তিগত তথ্য: নৌবীমার ন্যায় অগ্নিবীমার জন্যও বীমাকারীর নাম, ঠিকানা, পেশা, চরিত্র, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নেয়া আবশ্যক। কারণ, এগুলো সামগ্রিক প্রতারণা ও ক্ষতির কারণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা ঝুঁকিকে বৃদ্ধি করে।

২. বীমাচুক্তির বিষয়বস্তু: প্রস্ড়াবিত বীমার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, বাজার মূল্য, আয়ুষ্কাল ইত্যাদির সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক আছে। অগ্নিবীমার বিষয়বস্তুর ভিন্নতা ও প্রকৃতির কারণে ঝুঁকিরও পার্থক্য রয়েছে। অগ্নিবীমা গ্রহণ করার পূর্বে পণ্যের বিষয়বস্তু, অবস্থান, প্রকৃতি, পরিমাণ, ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৩. এলাকা বা অবস্থান: বীমার বিষয়বস্তু ও অবস্থান অর্থাৎ কোন এলাকায় অবস্থিত তা ঝুঁকির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিষয়বস্তুটি যদি রিমুট এলাকায় হয়, যেমন: দমকল বাহিনী যেতে পারেনা, তাহলে অগ্নিকান্ড ঘটলে তা নিভান অসম্ভাব হবে; যা ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। আর যদি ঘনবসিতিপূর্ণ হয় বা এলাকায় লোকজন দূর্ধষ অথবা এলাকার অসৎ চরিত্রের হয় তবে ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশী থাকে। অতএব, বীমার বিষয় বস্তুর অবস্থান একজন বীমাকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

৪. রাজনৈতিক অবস্থা: গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা কম গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ থেকে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বীমাকারীর জন্য এ উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৫. বিবিধ: উপরে উল্লেখিত বিষয় ব্যতিত অরও অনেক বিষয় আছে যা ঝুঁকিকে বৃদ্ধি করে থাকে। যোমন:

ক. বীমাগ্রহীতা বা বীমগ্রহীতার ব্যবসায়ের সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।
খ. তাদের শিক্ষা ও দায়িত্বশীলতার স্তর।
গ. বৈদ্যুতিক গোলযোগ।
ঘ. তাপ মাত্রার পরিমাণ।
ঙ. অগ্নি নির্বাপক যানবাহন সুবিধা আছে কিনা ও তার চলাচলের সুবিধা আছে কিনা।
চ. গুদাম বা কারখানার নির্মাণ কাঠামো।
ছ. দাহ্য দ্রব্য গুদামজাত বা পরিবাহিত হচ্ছে কিনা।
জ. আগুন দ্রুত ছড়ানর মত অবস্থা বিরাজ করছে কিনা।

ঝ. বীমা পলিসির সময়কাল বেশী কিনা।
ঞ. বীমা চুক্তির উদ্দেশ্য।
ট. বীমা দাবীর প্রত্যাশা ইত্যাদি।

মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকিসমূহ
Risk of Human Being and Proparty

মানুষের জীবনে ঝুঁকি (Risk in Human life)

১. বয়স বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ঝুঁকি: বয়স ও মৃত্যু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বয়স প্রতিনিয়ত বেড়ই চলছে। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এক পর্যায় মানুষ দূর্বল হয়, রোগব্যধিতে আক্রান্ত হয় ও কর্মক্ষমতা কমতে কমতে একসময় মারা যায়।

২. রোগব্যধি জনিত ঝুঁকি: মানুষ যে কোন সময় রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে। রোগের ফলে আর্থিক ক্ষতি অথবা স্থায়ী অক্ষমতা এমনকি মৃত্যুতে পতিত হতে পারে। এর ফলে, পারিবার আর্থিক অনটনে পড়ে সহায় সম্বলহীন হতে পারে।

৩. কর্মহীনতার ঝুঁকি: কর্মই মানুষের জীবিকার উৎস। বিভিন্ন কারণে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়তে পারে। আর কর্মহীন হলে মানুষ আর্থিক অনটনে নিপতিত হয়। পরিবার চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. দূর্ঘটনা জনিত ঝুঁকি: আধুনিক যান্ত্রিক যুগে মানুষ যে কেন সময় যেকোন ধরনের দূর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। দূর্ঘটনার ফলে মানুষ অংঙ্গ হারাতে পারে, কর্মক্ষমতা সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে হারাতে পারে, এমনকি জীবনও হারাতে পারে। ফলে সে এবং তাঁর পরিবার নির্ভরশীল হয়ে সমাজের বোঁঝা হয়ে যেতে পারে।

৫. জীবন-জীবিকা তথা ভরণ-পোষণ, লালন-পালন ও জীবনে প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তর ঝুঁকি: মানুষের ভরণ-পোষণ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। অর্থ ও আয় উর্পাজন ব্যতিত জীবন চালান যায় না। পোষ্যদের অভাব মেটানো যায না, লালন পালন করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন রোজগারের। তাই মানুষের জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা একটি বড় ঝুঁকি।

সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ (Risk in Case of Proparty)

মানুষ বহু কষ্টে উর্পাজন করে থাকে। আর কষ্টেউপার্জিত অর্থ দ্বারা আস্তে আস্তে সম্পদ গড়ে তুলে। কিন্তু সম্পদ রক্ষাকরা কঠিন কাজ। সর্বদা সম্পদে বিভিন্ন রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থত হয়। যে সকল কারণে সম্পদ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে ধ্বংশ হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. প্রাকৃতিক ঝুঁকি: প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলতে যে ঝুঁকি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট, যাতে মানুষের কোন অবদান নেই তাকে বুঝায়। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মধ্যে বন্যা, জলচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নি, ভাঙ্গন, ভূমিধস, প্লাবন, বর্ষণ, খড়া, জীবজানোয়ারও কীট-পতঙ্গ, ঝড় ইত্যাদি দ্বারা মানুষের সম্পদ ও সম্পত্তি জলে-স্থলে ও অন্ড়রীক্ষে যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ধ্বংশের ঝুঁকি রয়েছে। যার ফলে, সম্পদের ক্ষতি সাধান হয়ে মানুষ পথের ভিকারী হয়ে যেতে পারে যে কোন মূহুর্তে।

২. অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি: অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি বলতে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ঝুঁকিকে বোঝায়। চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, অগ্নি সংজোন, লুণ্ঠন, জলদুস্যতা, শত্রুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্মঘট, হরতাল, ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণা, অবহেলা, অসর্তকতা, ইত্যাদি কারণে সম্পদ ও সম্পত্তির ধ্বংশ, বিনষ্ট, বেহাত ও ধ্বংশপ্রাপ্ত হতে পারে, যা মানুষের জীবনজিবীকার উপর অর্থিক অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যার ফলে মানুষ আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে আসলে ঝুঁকি বলা যায় না। বরং, এগুলোকে বিপদ-বিপর্যয় বলা যায়। তাবে, এগুলো থেকেই ঝুঁকির উৎপত্তি হয় বা অর্থিক অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই ইউক, মানুষ ও তার সম্পদের যে সকল ঝুঁকির সম্মক্ষীণ হয় তা উপরে সক্ষেপে বর্ণনা করা হালো।

বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার ভূমিকা
Role of Insurance to Face Various Kinds of Risks

মানুষ তাঁর নিজের জীবন ও সম্পদ-সম্পত্তির জন্য যে সকল ঝুঁকির সম্মক্ষীণ হয়ে থাকে তা মোকাবেলা করার জন্য এক কার্যকর ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার নাম বীমা। মানুষ ও সম্পদ সম্পত্তির যে ধরণের ঝুঁকির সম্মক্ষীণ হয় তা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন প্রকার বীমা পলিসির প্রচলন হয়েছে। বীমার মাধ্যমে একপক্ষ তার ঝুঁকি সেলামী প্রদানের মাধ্যমে আন্যের নিকট হস্তান্তর করে

এবং অপর পক্ষ তার বিনিময়ে ঝুঁকি বহন করার অঙ্গীকার করে। অর্থাৎ চুক্তি মোতাবেক ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করে থাকে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে সাধারণত: বীমার মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে অথবা বীমার মেয়াদ উর্ত্তীণ হলে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত। কিন্তু, সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে বীমা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলেই শুধু ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু, ঘটনা না ঘটলে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। বীমার মাধ্যমে বীমাগ্রহীতা যেমন ক্ষতিপূরণ পায়, তেমনি বীমাকারী অনেকের কাছ থেকে বীমার দায় গ্রহণ করে সেলামী হিসেবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে লাভবান হবার সুযোগ পায়।

বীমাকারীগণ মানুষ ও সম্পদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল বীমাপত্রের উদ্ভাবন করেছে তা নিম্নে উলে- খ করা হলো:

জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রচলিত বীমাপত্র সমূহ (Policy Offered in Case of Life Insurance)

জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রধানত: নিম্নলিখিত চার প্রকার বীমা পত্রের প্রচলন আছে:

১। আজীবন বীমা পত্র, ২। মেয়াদী বীমা পত্র, ৩। সামাজিক বীমা পত্র, ও ৪। উত্তর জীবী বীমা পত্র। প্রতিটির আবার উপভিগাগ আছে। যেমন আজীবন বীমাপত্রকে অবিরাম কিস্তি সম্পন্ন, এক কিস্তি সম্পন্ন, সীমিত কিস্তি সম্পন্ন এবং পরিবর্তনযোগ্য বীমাপত্র দেখা যায়।

সাময়িক বীমাপত্র আবার সরল বা স্বল্পকালীন, নবায়নযোগ্য ও পরিবর্তনযোগ্য বীমা পত্রে উপবিভাগ দেখা যায়।

মেয়াদী বীমা পত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী উপবিভাগ রয়েছে যেমন: বিশুদ্ধ মেয়াদী, সাধারণ মেয়াদী, যৌথ জীবন, দ্বি-বিধ আর্থিক সুবিধা সম্পন্ন, ত্রি-বিধ সুবিধা সম্পন্ন, বহু বিধ সুবিধা সম্পন্ন, নির্ধরিত মেয়াদী, শিশুদের বিলম্বিত মেয়াদী বীমা পত্র ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে জীবন বীমা বলতে মেয়াদী জীবন বীমাকেই প্রধানত ধরা হয়। এছাড়া বর্ষিক বৃত্তি, গোষ্ঠী বীমা, ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা, কর্মচারী দায় বীমা ইত্যাদি রয়েছে। কোন বীমা স্বল্প মেয়াদী ঝুঁকি বহন করে, আবর কোন বীমা দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকি বহন করে। কোনটি নিজের জীবনের জন্য, কোনটি অন্যের জীবনের উপর ঝুঁকি বহন করে। কোন বীমা নিজ জীবনে আর্থিক সুবিধা ভোগ করার জন্য বীমা করা হয়ে থাকে। কোনটি আবার বৃদ্ধ বয়সে অর্থিক নিশ্চয়তা দেয়। কোনটি আবার দলগত ঝুঁকি বহন করে। কোনটি একক জীবনের উপর, আবার কোনটি বহু জীবনরে উপর বীমা সুবিধা দেয়া হয়। এ ভাবে, বীমা গ্রহীতার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের জীবন বীমা পত্র ইস্যু করা হয়।

সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে প্রচলিত বীমাপত্রসমূহ

Policies Offered in Case of Property Insurance

সম্পত্তি বীমাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা অগ্নিবীমা ও নৌ-বীমা। নৌবীমায় সমুদ্রযাত্রা ভিত্তিক বীমাপত্র, সময় ভিত্তিক বীমাপত্র, মিশ্র বীমাপত্র, মূল্যায়িত বীমাপত্র, অমূল্যায়িত বীমাপত্র, ভাসমান বীমাপত্র, যুগ্মবীমাপত্র ইত্যাদি বীমাপত্র পরিলক্ষিত হয় যার প্রতিটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে যেসকল বীমাপত্র রয়েছে তা হলো, মূল্যায়িত বীমাপত্র, অমূল্যায়িত বীমাপত্র, গড়পড়তা বীমাপত্র, বিনির্দিষ্ট বীমাপত্র, ভাসমান বীমাপত্র, ঘোষণা বীমাপত্র, সমন্বয় যোগ্য বীমা পত্র, বাড়তি বীমাপত্র, বাট্টাযুক্ত বীমাপত্র, সর্বাধিক মূল্যের বীমাপত্র, পূন:স্থাপন বীমাপত্র, সম্মিলিত বীমাপত্র, আনুসঙ্গিক ক্ষতি বীমাপত্র ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত বীমাপত্র ছাড়াও আরও অনেক প্রকার বীমা পত্র রয়েছে যেমন: শস্য বীমা, গবাদী পশু বীমা, দূর্ঘটনা বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, ধার বীমা, প্রকৌশলী বীমা, চোর্য্য বীমা, ডাক ঘর জীবনবীমা, বিমান বীমা, সরকারী কর্মচারী বীমা, মলিকদের দায় বীমা, রপ্তানী বীমা, বিশ্বস্থতা বীমা, যানবাহন বীমা, মুনাফা বীমা ইত্যাদি।

সুতরাং একজন মানুষ তার জীবন ও সম্পদের উপর যেসকল ঝুঁকির আশংকা করে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য বীমা উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের বীমা পত্রের প্রচলন করেছে। বীমাকারী ঝুঁকি বহন করা ছাড়াও ইদানিং পরামর্শ মূলক, জনকল্যাণ মূলক ও সেবাধর্মী কার্যক্রম ও প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৮.৩

প্রস্তাবনা ফর্ম, স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন, বীমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বন্ধু-বান্ধব, পারিবারিক চিকিৎসক, ব্যবসায়ীক সহযোগীগণ, প্রতিবেশীগণ, চিকিৎসা তথ্য বুরো ও ঋণ অনুসন্ধান বুরো প্রভৃতি ঝুঁকি সম্পর্কীয় তথ্যের উৎস। বয়স, শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, ব্যক্তিগত ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, পেশা, আবাসন, বর্তমান অভ্যাস, নৈতিক চরিত্র, বংশ ও জাতীয়তা, নারী ও পুরুষ, আর্থিক মর্যাদা, প্রতিরক্ষা সার্ভিস ও বিমা পরিকল্পনা প্রভৃতি জীবনবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। বীমাগ্রহীতার ব্যক্তিগত বিবরণ, নৌযানের অবস্থা, পণ্যের বিবরণ ও অবগতি, নৌযানের চলাচল পথ, নৌযান চলাচলের যোগ্যতা ও চলাচলের সময় ও পরিসর প্রভৃতি নৌবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্ড় ারকারী উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. কোনটি ঝুঁকি সম্পর্কীত তথ্যের উৎস নয়?
   ক) প্রস্ড়াবনা ফর্ম
   খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন
   গ) বীমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন
   ঘ) বংশ ও জাতীয়তা

২. কোনটি ঝুঁকির প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নয়?
   ক) বয়স
   খ) শারিরীক গঠন
   গ) স্বাস্থ্যগত গঠন
   ঘ) পারিবারিক চিকিৎসক

রচনামূলক প্রশ্ন

৩. ঝুঁকি সম্পর্কীয় তত্যের উৎসসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. ঝুঁকির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদাণসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.১

১. ঘ ২. খ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.২

১. ক ২. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৮.৩

১. ঘ ২. ঘ

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝেন?
২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী কি কি?
৩. ঝুঁকি মূল্যায়ন বলতে কি বুঝেন?
৪. ঝুঁকি নির্বাচন উদ্দেশ্যগুলো কি কি?
৫. বীমাযোগ্য ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ বর্ণনা করুন।

৬. জীবন বীমায় কি কি বীমাপত্র প্রচলন আছে?
৭. নৌ বীমায় কি কি পলিসি আছে?
৮. অগ্নি বীমায় কি কি পলিসি আছে?
৯. বিবিধ বীমার মধ্যে কি কি পলিসি আছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক) ঝুঁকি বলতে কি বুঝেন?
খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝেন?
গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যবলী বর্ণনা করুন।
ঘ) ঝুঁকির প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২. ক) ঝুঁকির শ্রেনী বিভাগ বর্ণনা করুন।
খ) ঝুঁকি নিরুপনে আংকিক পদ্ধতিটি একটি উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৩. ক) কি কি উৎসথেকে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়?
খ) জীবন বীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির উৎস বর্ণনা করুন।

৪. ক) একজন মানুষ ও তার সম্পদের উপর কি কি ঝুঁকির সম্মক্ষীণ হতে পারে?
খ) বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
গ) ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।